মৌলিক অর্থনৈতিক ধারণা

Fundamental Economic Concepts

১

ভূমিকা

Introduction

অর্থনীতি হলো এমন একটি বিষয় যেখানে মানুষের সাধারণ অর্থনৈতিক কার্যাবলি আলোচনা করা হয়। অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা দিয়েছেন অর্থনীতিবিদ এল. রবিন্স। তার মতে,” অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুস্প্রাপ্য সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত মানবীয় আচরন ব্যাখ্যা করে”। মানুষের অভাব অসীম। সসীম বা সীমিত সম্পদ দিয়ে কিভাবে অসীম অভাব পূরণ করা যায় তা অর্থনীতি ব্যাখ্যা করে। বিষয়টি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখতে হলে মৌলিক অর্থনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই ইউনিটে বিভিন্ন মৌলিক অর্থনৈতিক বিষয় যেমন- অভাবের অসীমতা, সম্পদের দুস্প্রাপ্যতা, নির্বাচনগত সমস্যা এবং এসব থেকে সৃষ্ট অন্যান্য সুনির্দিষ্ট মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এসকল মৌলিক সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ দিন

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১.১ : অর্থনীতির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ
পাঠ ১.২ : অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ
পাঠ ১.৩ : উৎপাদনের উপাদানসমূহ
পাঠ ১.৪ : অর্থনীতির অদৃশ্যহাত তত্ত্ব

মূখ্য শব্দ	অর্থনীতি, ব্যষ্টিক অর্থনীতি, সামষ্টিক অর্থনীতি, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, অদৃশ্য হাত ইত্যাদি।

পাঠ-১.১ অর্থনীতির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ
Definition and Classification of Economics

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থনীতির সংজ্ঞা জানতে পারবেন;
- অর্থনীতির প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ব্যবসায়ে অর্থনীতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

অর্থনীতির সংজ্ঞা
Definition of Economics

অর্থনীতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো **Economics** যা গ্রীক শব্দ ***Oikonomia*** থেকে এসেছে যার অর্থ গৃহ ব্যবস্থাপনা। ১৭৭৬ সালে এডাম স্মীথ তার বিখ্যাত গ্রন্থ **"An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations"** এ অর্থনীতি বিষয়টিকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আমরা জানি অভাব অসীম। কিন্তু সম্পদ সীমিত। সেই সীমিত সম্পদ আবার বিকল্পভাবে ব্যবহারযোগ্য। সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহার দ্বারা অসীম অভাব পূরণকল্পে মানুষের যে কর্মপ্রচেষ্টা তার আলোচনাই অর্থনীতি বিয়য়ে স্থান পায়।

আমরা এটিও জানি যে, অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা দুটি। একটি সম্পদের দুস্প্রাপ্যতা এবং নির্বাচন। এই দুটি সমস্যা আলোচনা করা যাক। অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের অপর্যাপ্ততাই দুস্প্রাপ্যতা। পৃথিবীতে সম্পদ বন্টন সুষম নয়। এক দেশে একটি সম্পদ বেশি হলে অন্য দেশে অন্য একটি সম্পদ বেশি থাকতে পারে। যেমন- মধ্যপ্রাচ্যে প্রচুর তেল সম্পদ রয়েছে। আবার চীনে প্রচুর লৌহ সম্পদ রয়েছে। তাই অভাব পূরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সম্পদ সীমিত হলেও তা আবার দুস্প্রাপ্য হয়। মূলত: অভাব অসীম আর সম্পদ সীমিত এই বক্তব্যের জন্যই সম্পদ দুস্প্রাপ্য। অপরদিকে, নির্বাচন হলো দ্বিতীয় মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা। আমরা জানি অভাব অসীম কিন্তু বিশেষ অভাব সসীম। আর সেই সসীম অভাবের মধ্যে মানুষকে বা সমাজকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোন অভাবটি আগে পূরণ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ অসংখ্য সমস্যা বা অভাবের মধ্যে নির্বাচন করতে হয় কোন্‌টি আগে পূরণ করতে হবে। এটিই নির্বাচনগত সমস্যা।

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনীতিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। অর্থনীতির জনক এডাম স্মীথ বলেছেন,"অর্থনীতি হলো সম্পদের বিজ্ঞান"। তার মতে যে শাস্ত্র জাতিসমূহের সম্পদের উৎপত্তি ও কারণ বিশ্লেষণ করে তাই অর্থনীতি। তিনি বস্তুগত সম্পদের কথা ইঙ্গিত করেছেন।

একজন নিউ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল বলেছেন," অর্থনীতি হলো এমন বিজ্ঞান যা মানুষের সাধারণ কার্যাবলী আলোচনা করে"। তিনি অর্থনীতিকে সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তার সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় মানুষ তার অর্জিত অর্থ দ্বারা কিভাবে অভাব পূরণ করে এবং কিভাবে বিভিন্ন অভাব পূরণের ক্ষেত্রে অর্থ বন্টন করে। মার্শালের সংজ্ঞায় অর্থনীতি একটি কল্যাণমূলক শাস্ত্র হিসেবে পরিগণিত হয়।
তাই বলা যায়, সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে করনীয় বিভিন্ন উপায় বিশ্লেষণই অর্থনীতি।

অর্থনীতির প্রকারভেদ
Classification of Economics

অর্থনীতিকে দুটি দৃষ্টিকোন থেকে ভাগ করা হয়েছে। বিষয়বস্তু তথা বক্তব্যের দিক থেকে অর্থনীতি দুই প্রকার, ইতিবাচক অর্থনীতি ও নীতিবাচক অর্থনীতি। আবার তাত্ত্বিক দিক থেকে অর্থনীতি দুই প্রকার , ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতি। নিম্নে এসবের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হলো-

ইতিবাচক অর্থনীতি
Positive Economics

একটি অর্থনীতিতে যা হয় বা হয়ে থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যেগুলো বিভিন্ন সময় ঘটে থাকে সেগুলো ইতিবাচক বক্তব্য। আমাদের চারপাশে চলমান এসব অর্থনৈতিক সমস্যা বা জটিলতা বাস্তব তথ্য এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা সমাধান করা যায়। আর যেসকল সমস্যা বাস্তব তথ্য এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা সমাধান করা সম্ভব সেগুলো ইতিবাচক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। যেমন- অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে, বেকারত্ব থাকতে পারে ইত্যাদি। এগুলো উচিত অনুচিতের প্রশ্ন দ্বারা বিবেচিত হয় না।

নীতিবাচক অর্থনীতি
Normative Economics

নীতিবাচক অর্থনীতিতে সেই সকল বক্তব্য স্থান পায় যেগুলো উচিত অনুচিতের প্রশ্ন দ্বারা আবদ্ধ। অর্থনীতিতে কোন্‌টি হওয়া উচিত আর কোনটি হওয়া উচিত নয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। এই অর্থনীতিতে কোনো সমস্যা বা জটিলতা দেখা দিলে তা বাস্তব তথ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা সমাধান করা সম্ভব হয় না। উপরের উদাহরণের প্রেক্ষিতে যদি বলা হয় মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা সমাধানের পূর্বে বেকারত্ব সমস্যা সমাধান করা উচিত, তাহলে এই বক্তব্যটি হবে নীতিবাচক অর্থনৈতিক বক্তব্য। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা যাক। যদি মুদ্রাস্ফীতিতে দ্রব্যের দাম বাড়ে তাহলে জনগনের বা ভোক্তার কষ্ট হয়, অন্যদিকে বেকারত্বের জন্য জনগনের জীবনযাত্রার মান কমে যায়। অতএব মুদ্রাস্ফীতি ও বেকার সমস্যা দূর করতে হবে। ইত্যাদি হলো নীতিবাচক অর্থনৈতিক বিষয়।

এখন চলুন ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই দুটি মূলত অর্থনীতির দুটি শাখা।

ব্যষ্টিক অর্থনীতি
Microeconomics

ব্যষ্টিক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Micro যা গ্রীক শব্দ Micros হতে উৎপত্তি লাভ করেছে যার অর্থ ক্ষুদ্র। অর্থনীতির যে অংশে অর্থনীতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয় অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার তথা ফার্ম ইত্যাদির আচরণ ব্যাখ্যা করা হয় তাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে। এখানে একজন ব্যক্তির চাহিদা, ভোগ, সঞ্চয় ইত্যাদি গুরুত্ব পায়। একজন ভোক্তা কিভাবে সর্বোচ্চ উপযোগ পেতে পারে, একজন উৎপাদক কিভাবে সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা পেতে পারে সেই আলোচনা করা হয় ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে। এখানে উৎপাদিত দ্রব্যের দাম কত হবে, ফার্মে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হয় তা ব্যষ্টিক অর্থনীতি বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়। তাই বলা হয়, ব্যষ্টিক অর্থনীতি হচ্ছে অর্থনীতির বিশাল বিশ্বের ক্ষুদ্র আলোচনা।

সামষ্টিক অর্থনীতি
Macroeconomics

সামষ্টিক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Macro যা গ্রীক শব্দ Macros হতে উৎপত্তি লাভ করেছে যার অর্থ বিশাল বা বৃহৎ। সামষ্টিক অর্থনীতি সামগ্রিক অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করে। অর্থনীতির বিষয়গুলোকে এখানে কতগুলো কম্পার্টমেন্ট বা সেক্টরে ভাগ করা হয়। যেমন- ব্যক্তির আয়ের পরিবর্তে জাতীয় আয়, ব্যক্তিগত চাহিদার পরিবর্তে সামগ্রিক চাহিদা, ব্যক্তিগত যোগানের পরিবর্তে সামগ্রিক যোগান, ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিবর্তে মোট সঞ্চয়, মূল্যস্তর, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্বের হার একটি দেশের আমদানি- রপ্তানি ইত্যাদি।

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির পার্থক্য
Difference between Microeconomics & Macroeconomics

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে বিভিন্ন পার্তক্য বিদ্যমান। যেমন:

১. ব্যষ্টিক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Micro যা গ্রীক শব্দ Micros হতে উৎপত্তি লাভ করেছে যার অর্থ ক্ষুদ্র। পক্ষান্তরে, সামষ্টিক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Macro যা গ্রীক শব্দ Macros হতে উৎপত্তি লাভ করেছে যার অর্থ বিশাল।

২. অর্থনীতির যে অংশে অর্থনীতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয় অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার তথা ফার্ম ইত্যাদির আচরণ ব্যাখ্যা করা হয় তাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে। অন্যদিকে সামষ্টিক অর্থনীতি সামগ্রিক অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করে।
৩. ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে যেগুলো স্থির চলক সামষ্টিক অর্থনীতিতে অনেক সময় সেগুলো পরিবর্তনশীল চলক।
৪. ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে আংশিক ভারসাম্য ব্যাখ্যা করা হয়। অপরদিকে সামষ্টিক অর্থনীতিতে সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ করা হয়।
৫. ব্যষ্টিক অর্থনীতির চিত্র দেখে একটি দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। কিন্তু, সামষ্টিক অর্থনীতির চিত্র দেখে কোনো দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

এভাবে ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

সারসংক্ষেপ:

সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহার দ্বারা অসীম অভাব পূরণকল্পে মানুষের যে কর্মপ্রচেষ্টা তার আলোচনাই অর্থনীতি। বিষয়বস্তু তথা বক্তব্যের দিক থেকে অর্থনীতি দুই প্রকার, ইতিবাচক অর্থনীতি ও নীতিবাচক অর্থনীতি। আবার তাত্ত্বিক দিক থেকে অর্থনীতি দুই প্রকার, ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতি। ইতিবাচক ও নীতিবাচক অর্থনীতি বিশ্লেষণ থেকে অর্থনীতির বিভিন্ন উচিত অনুচিতের বিষয়সমূহ জানা যায়।

পাঠ-১.২ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ
Economic Systems

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
Economic System

মানুষের অসীম অভাবের মধ্যে মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোন অভাবটি আগে পূরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ উৎপাদন কাজ শুরু করে। মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। আর সেই মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা হয় তার উপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি কী ধরনের। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে কি উৎপাদন করা হবে, কিভাবে উৎপাদন করা হবে এবং কার জন্য উৎপাদন করা হবে ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করা হয়।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মূলত উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন, ভোগ এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা বিভিন্ন ধরণের। এ সকল সমস্যা বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে সমাধান করা হয়। তার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

১. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
২. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
৩. মিশ্র অর্থব্যবস্থা
৪. ইসলামী অর্থব্যবস্থা

নিম্নে এসব অর্থব্যবস্থাসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

ধনতন্ত্র বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
Capitalism or Capitalistic Economic System

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো এমন এক অর্থব্যবস্থা যেখানে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে, উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। এ অর্থব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বলা হয়। এখানে বাজার ব্যবস্থা সরকারি হস্তক্ষেপ মুক্ত থাকে। এখানে চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। বর্তমানে বিশ্বে খাটি ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ নেই তবে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ধনতন্ত্র রয়েছে যদিও তা পুরোপুরি মাত্রায় নয়। অর্থাৎ সরকারের হস্তক্ষেপ সবদেশেই দেশের বৃহত্তর কল্যাণে বিদ্যমান।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Capitalistic Economic System

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে এগুলো বিশ্লেষণ করা হলো-

১. **সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা:** ধনতন্ত্রে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে। এখানে উৎপাদনের উপাদান যেমন ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে। একজন ব্যক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন স্বাধীন থাকে তেমনি ভোগের ক্ষেত্রেও স্বাধীন থাকে।

২. **দাম ব্যবস্থা:** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য ও সেবার মূল্য নির্ধারিত হয় তাদের চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় মূল্য ব্যবস্থা বর্তমান থাকে। দ্রব্যমূল্য নির্ধারনের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ থাকেনা বললেই চলে। তবে বিশেষ প্রয়োজন হলে দেশের স্বার্থে নিয়ন্তন করে।

৩. **অবাধ প্রতিযোগিতা:** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে। এখানে ক্রেতা তার ইচ্ছামত দ্রব্য ভোগ করে থাকে। আবার বিক্রেতাও তার ইচ্ছামত দ্রব্য উৎপাদন করে থাকে।

৪. **মুনাফা অর্জন:** পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদক সর্বনিম্ন ব্যয়ে উৎপাদন সাপেক্ষে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের চেষ্টা করে। আর ভোক্তা চেষ্টা করে তার সীমিত আয় দ্বারা সর্বোচ্চ উপযোগ লাভ করতে।

৫. **সামাজিক শ্রেণিবিভাগ:** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজে ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণি সৃষ্টি হয়। এর কারণ সম্পদের মালিকানা ব্যক্তিগত থাকায় মানুষ তার কর্ম ও যোগ্যতা অনুযায়ী সম্পদের মালিক হয়। আর তাই সমাজে বৈষম্য দেখা দেয়। এই অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণের চিত্রও পাওয়া যায়।

৬. **সরকারি হস্তক্ষেপ মুক্ত:** এই অর্থব্যবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ থাকে না। দেশে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের মাধ্যমে নিয়োগ নির্ধারিত হয় এবং মজুরি নির্ধারিত হয় শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের সমতার মাধ্যমে। অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য নির্ধারনের পাশাপাশি মজুরি নির্ধারনের ক্ষেত্রেও সরকারি হস্তক্ষেপ থাকে না। তবে বিশেষক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে যোগানের মাত্রা বৃদ্ধি কওে সহায়তা করে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো এমন একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যক্তিগত মালিকানা ও স্বাধীনতা থাকার পাশাপাশি সরকারি নিয়ন্ত্রন অনুপস্থিত থাকে। তবে বাজার ব্যবস্থা সচল রাখার চেষ্টা ও সহযোগিতা করে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

Socialistic Economic System

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ঠিক উল্টো ধারণাটিই হলো সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। **১৯১৭** সালে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে তথা রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। যে অর্থব্যবস্থায় সম্পদের সরকারি মালিকানা বজায় থাকে এবং অর্থনীতির সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কেন্দ্রীয়ভাবে তাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে। এ অর্থব্যবস্থাকে নির্দেশনামূলক অর্থব্যবস্থাও বলা হয়। এখানে দ্রব্যমূল্য নির্ধারনে স্বয়ংক্রিয় বাজার ব্যবস্থার কোন ভূমিকা থাকে না। দেশের উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন প্রতিয়মান হয়। বর্তমানে ইউরোপের একমাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দেশ পোল্যান্ড। এছাড়া কিউবা, চীন এসব দেশে সমাজতন্ত্র চালু আছে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Socialistic Economic System

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মত সমাজতন্ত্রেরও কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করা হলো-

১. **সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা:** সমাজতন্ত্রে দেশের সকল সম্পদের মালিক রাষ্ট্র। উৎপাদনের সকল উপাদানের মালিক থাকে রাষ্ট্র। কি দ্রব্য, কিভাবে এবং কার জন্য উৎপাদিত হবে তার সবকিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সরকার তথা রাষ্ট্র। এখানে ব্যক্তিগত মালিকানার বিষয়টি কল্পনাতীত।

২. **কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত:** সমাজতন্ত্রে সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় সম্পন্ন হয়। এখানে উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন, দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ সব কিছুই কেন্দ্রীয়ভাবে হয়ে থকে। দেশের উন্নয়ন তথা জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নির্ভর করে রাষ্ট্রের উপর।

৩. **সামাজিক কল্যাণ:** সমাজতন্ত্রে জনগনের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা , চিকিৎসা, নিরাপত্তা ইত্যাদি নিশ্চিত করে সরকার। এসব ক্ষেত্রে সরকার সকল অসমতা দূর করে সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার পথে অগ্রসর হয়।

৪. **দাম ব্যবস্থা:** সমাজতন্ত্র বা নির্দেশনামূলক অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য ও সেবার মূল্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয় না। এখানে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় কোন দ্রব্যের মূল্য কত হবে। কোন দ্রব্য উৎপাদন করা যাবে আর কোন দ্রব্য উৎপাদন করা যাবে না।

৫. **শোষণহীন সমাজ:** সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি মালিকানায় সম্পদ না থাকায় মানুষের মধ্যে শ্রেণি বৈষম্য থাকে না। পুঁজিপতির সৃষ্টি হয় না। তাই শ্রমিক শোষণ বা অন্য কোনো শোষণের চিত্র পাওয়া যায় না।

৬. **মুদ্রাস্ফীতির অনুপস্থিতি:** সমাজতন্ত্রে দ্রব্যের দাম কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রন করায় মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা কম থাকে। জনগনের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকার দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ কররে থাকে।

মিশ্র অর্থব্যবস্থা

Mixed Economic System

মিশ্র অর্থব্যবস্থা এমন একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার সাথে সাথে সরকারি নিয়ন্ত্রন বজায় থাকে। যে অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি বিরাজমান থাকে তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে। এখানে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।

মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের ন্যায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা, ব্যক্তি উদ্যোগ ও মুনাফা অর্জনের স্বাধীনতা থাকে। আবার কতগুলো বৃহৎ ও মৌলিক শিল্প কারখানা এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য সরকারি নিয়ন্ত্রনে থাকে। এ বিষয়টি আবার সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

মিশ্র অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অধ্যাপক স্যামুয়েলসন বলেন, " মিশ্র অর্থনীতি বলতে এমন একটি অর্থ ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে উৎপাদন ও ভোগ কার্য সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার সাথে সাথে সরকারি নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার সংমিশ্রন ঘটেছে।"

সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র উভয়েরই ত্রুটি রয়েছে। এদের কোনোটিই অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর পূর্ণ সমাধান দিতে পারে না। এজন্য পৃথিবতে কোনো দেশেই বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র লক্ষ করা যায় না। বিভিন্ন দেশ তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের মাঝামাঝি একটি অর্থব্যবস্থাকে বেছে নেয়। আর এই অর্থব্যবস্থাকেই মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মিশ্র অর্থনীতি হচ্ছে এমন অর্থনীতি যেখানে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সহ অবস্থান লক্ষ করা যায় এবং যেখানে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ভাবে রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধান করা হয়।

সারসংক্ষেপ:

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে কি উৎপাদন করা হবে, কিভাবে উৎপাদন করা হবে এবং কার জন্য উৎপাদন করা হবে ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করা হয়। ধনতন্ত্রে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে। এখানে উৎপাদনের উপাদান যেমন ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে দেশের সকল সম্পদের মালিক রাষ্ট্র। উৎপাদনের সকল উপাদানের মালিক থাকে রাষ্ট্র। আর মিশ্র অর্থব্যবস্থা এমন একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার সাথে সাথে সরকারি নিয়ন্ত্রন বজায় থাকে।

পাঠ-১.৩ উৎপাদনের উপাদানসমূহ
Factors of Production

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উৎপাদন কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- উৎপাদনের উপাদান সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;

উৎপাদন
Production

সাধারণত কোনো কিছু তৈরি বা সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে। কিন্তু, অর্থনীতিতে উৎপাদনের অর্থ হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের আকার আকৃতি পরিবর্তন করে নতুন উপযোগ বা অভাব পূরণের ক্ষমতা সৃষ্টি করা।

মানুষ প্রকৃতপক্ষে কোনোকিছু সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষ কেবল প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের রূপগত, গুণগত, পরিমাণগতও অবস্থানগত পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এভাবে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের আকার আকৃতি পরিবর্তন করাকে অর্থনীতিতে উৎপাদন বলে। উদাহরণসরূপ বলা যায়, বন থেকে কাঠ কেটে মানুষ আসবাবপত্র তৈরি করে, এতে মানুষ প্রকৃত পক্ষে কোনো কিছু সৃষ্টি করে না বরং নতুন উপযোগ সৃষ্টি করে মাত্র। এক্ষেত্রে কাঠের আকার , আকৃতি পরিবর্তন করে শুধু কাঠের উপযোগ সৃষ্টি করা হয়।

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে উৎপাদনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার মধ্যে অধ্যাপক মার্শাল বলেছেন-

"এ বস্তু জগতে মানুষ প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তুকে অধিকতর উপযোগী করার উদ্দেশ্যে এরূপ পুনর্বিন্যাস করে যাতে তাকে অধিকতর কার্যোপযোগী করা যায়।"

তাই বলা যায়, উৎপাদন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতিপ্রদত্ত বিভিন্ন সম্পদকে তাদের আকার আকৃতি পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করে ।

উৎপাদনের উপাদান/ উপকরণ
Factors of production

কোনো কিছু তৈরি করতে হলে যেসকল উপকরণ প্রয়োজন হয় সেগুলোকে উৎপাদনের উপকরণ বলে। যেমন- একটি বিল্ডিং তৈরি করতে হলে ইট, বালি, সিমেন্ট, রড ইত্যাদি প্রয়োজন। এগুলো বিল্ডিং তৈরির উপকরণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের উপকরণ এগুলো নয়। এগুলো মূলত বিল্ডিং তৈরির কাঁচামাল। অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণ চারটি। যথা:

১. ভূমি
২. শ্রম
৩. মূলধন
৪. সংগঠন

নিম্নে উৎপাদনের উপাদানসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. **ভূমি:** ভূমি বলতে সাধারণত জমিকে বুঝায়। কিন্তু, অর্থনীতিতে ভূমি বলতে জমি, বাড়ি, বিল্ডিং সহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে নির্দেশ করে যা উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। এমনকি মাটির উর্বরা শক্তি, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, পানি, বাতাস, সূর্যের আলো, বন, নদ-নদী ইত্যাদি সম্পদও ভূমির অন্তর্গত। এটি উৎপাদনের আদি ও মৌলিক উপাদান।

ভূমির ব্যাপারে অধ্যাপক মার্শাল বলেন, "ভূমি বলতে জমিতে ও পানিতে, বাতাসে, আলোতে এবং তাপে মানুষের সাহায্যের জন্য যেসব পদার্থ ও শক্তি প্রকৃতি মুক্ত হস্তে দান করেছে তাদের সবগুলোকেই বুঝায়।"

২. **শ্রম:** শ্রম হলো উৎপাদনের দ্বিতীয় উপাদান। উৎপাদনে মানুষের দৈহিক ও মানসিক সব ধরনের পরিশ্রমই শ্রম। এটি উৎপাদনের একটি আদি ও অপরিহার্য উপাদান।

অধ্যাপক মার্শাল বলেন," পরিশ্রম হতে প্রাপ্ত আনন্দ লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া সম্পূর্ণ বা আংশিক অপর কোনো উপকারের উদ্দেশ্যে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলা হয়।" তাই বলা যায়, শারীরিক বা মানসিক যেকোনো পরিশ্রম যা দ্বারা অর্থ উপার্জন করা হয় তাকে শ্রম বলে।

৩. **মূলধন:** মূলধন উৎপাদনের তৃতীয় উপাদান। মানুষের তৈরী সম্পদের যে অংশ অধিক উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় তাকে মূলধন বলে।

চেপম্যানের মতে," মূলধন হলো সম্পদ যা আয় সৃষ্টি করে অথবা আয় উপার্জনে সহায়তা করে অথবা এরূপ করতে অভিপ্রেত।"

সুতরাং, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর শ্রম ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে যেসব দ্রব্যসাামগ্রী উৎপাদন করা হয় এবং যেগুলো পুনরায় উৎপাদন কাজে বা অতিরিক্ত আয় সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে মূলধন বলে।

৪. **সংগঠন:** সংগঠন হলো উৎপাদনের সর্বশেষ উপাদান। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলোকে সমন্বয় করার জন্য সংগঠন প্রয়োজন। সংগঠনের দায়িত্ব যিনি পালন করে তাকে সংগঠক বলে। সংগঠক দক্ষ হলে উৎপাদন লাভজনক হয়। আবার সংঘঠক ব্যর্থ হলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

অধ্যাপক মিলওয়ার্ড বলেন," কর্ম ও কর্মীর মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্কই হলো সংগঠন।"

অধ্যাপক হানি বলেছেন," কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যাবলী সমাধানকল্পে বিশেষ উপাদানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়াকে সংগঠন বলে।"

বর্তমানে সংগঠন উৎপাদনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এভাবে সংক্ষেপে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান বা উপকরণের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব আলোচনা করা যায়।

সারসংক্ষেপ:

মানুষ প্রকৃতপক্ষে কোনোকিছু সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষ কেবল প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের রূপগত, গুণগত, পরিমাণগতও অবস্থানগত পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে। অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণ চারটি।

পাঠ-১.৪ অর্থনীতির অদৃশ্য হাত তত্ত্ব

Invisible Hand Theory of Economics

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অদৃশ্য হাত ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাজার অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- বাজার অর্থনীতিতে দামের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;

অদৃশ্য হাত

Invisible Hand

অর্থনীতির জনক এডাম স্মীথ তার বিখ্যাত গ্রন্থ "Wealth of Nations" এ অদৃশ্য হাত কথাটির উল্লেখ করেন। অদৃশ্য হাত বলতে মূলত সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠানের খবরদারিকে না করাকে বুঝায়। এ প্রক্রিয়ায় বাজার চাহিদা ও বাজার যোগান দ্বারা উপকরণ ও দ্রব্যসামগ্রীর দাম নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের উপর এমনকি দ্রব্যের দামের উপর কোনো বাহ্যিক হস্তক্ষেপ থাকবে না। এখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়া হয়। ব্যক্তি স্বার্থে উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগ সম্পাদিত হয়।অদৃশ্য হাত ধারণাটি মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিরাজ করে। কারণ, মুক্তবাজার ব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলী স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয়। এখানে ভোক্তা তার সীমিত আয় দ্বারা উপযোগ সর্বোচ্চ করার চেষ্টা করে। আবার উৎপাদক বা ফার্ম তাদের ব্যয় সর্বনিম্নকরণের মাধ্যমে মুনাফা সর্বোচ্চ করার চেষ্টা করে। মুক্তবাজার ব্যবস্থায় পণ্যের বাজার দামই অদৃশ্য হাত হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ অদৃশ্য হাত হলো স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা।

বাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Market Economy

বাজার অর্থনীতি বা মুক্ত বাজার অর্থনীতির কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো:

১. সম্পদ ব্যবহার ও উৎপাদন সিদ্ধান্ত: মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় উৎপাদক সেখানেই উৎপাদন করবে যেখানে তার মুনাফা হয়। যেসকল ক্ষেত্রে ক্ষতির আশংকা রয়েছে সেখানে উৎপাদক উৎপাদন করবে না। কাজেই যেখানে সম্পদ ব্যবহার করলে লাভ হবে সেখানে উৎপাদক তার সম্পদ নিয়োগ বা ব্যবহার করবে।

২. ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ: ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ বলতে বুঝায় ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। অর্থাৎ ব্যক্তি যেমন একজন ভোক্তা হওয়ার স্বাধীনতা রাখবে আবার একজন উৎপাদক হওয়ারও স্বাধীনতা রাখতে পারে।

৩. প্রতিযোগিতা: বাজার অর্থনীতিতে দরকষাকষির সুযোগ রয়েছে। এখানে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয় যেখানে পূর্ণপ্রতিযোগিতা বর্তমান থাকে।

৪. মালিকানা ও মুনাফা: বাজার অর্থনীতিতে দেশের সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় থাকে। এখানে ব্যক্তিমালিকানার অধীনে উৎপাদন এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়। এখানে বিক্রেতা পণ্যের যোগান মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করলে তার লোকসান হয় আর বিপরীত অবস্থায় মুনাফা হয়।

৫. সীমিত সরকারি কার্যক্রম: বাজার অর্থনীতিতে সরকার দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অযথা হস্তক্ষেপ করে না। সরকার সাধারণত প্রতিরক্ষাসহ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে তার কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখে।

বাজার অর্থনীতিতে দাম ব্যবস্থার ভূমিকা

Role of Price System in Market Economy

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে দাম ব্যবস্থাই অদৃশ্য হাতের কাজ করে। আর বাজার অর্থনীতি বলতে অবাধ পুঁজিবাদী সমাজকে বুঝায়। আর এখানে দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্যের চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের যোগান পরিবর্তিত হয়। আর চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারসাম্য দাম ও উৎপাদন নির্ধারিত হয়।

নিম্নে বাজার অর্থনীতিতে দাম ব্যবস্থার ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

১. উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন: উৎপাদকের মুনাফা নির্ভর করে পণ্যের চাহিদা ও উৎপাদন ব্যয়ের উপর। পণ্যের চাহিদা বেশি হলে মুনাফা বেশি হয় এবং উৎপাদক বেশি উৎপাদনে উৎসাহিত হয়। দামের পরিবর্তন চাহিদার পরিবর্তন ঘটায় এবং চাহিদার পরিবর্তনে উৎপাদক সিদ্ধান্ত নেয় কি পরিমাণ উৎপাদন সে করবে। এভাবে দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রেতা তার উপযোগ সর্বোচ্চ করে এবং বিক্রেতা তার মুনাফা সর্বোচ্চ করে।

২. আয় বন্টন: দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে ভোক্তার নিকট থেকে আয় উৎপাদকের নিকট আবার উৎপাদকের নিকট থেকে ভোক্তার নিকট স্থানান্তরিত হয়। এভাবে সমাজে আয় প্রবাহ চলতে থাকে এবং আয় বন্টন স্থিতিশীল থাকে। সামজের আয় কিভাবে উপকণের মালিকদের মধ্যে বন্টিত হবে তা নির্ভর করবে উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে দাম ব্যবস্থার ভূমিকার উপর।

৩. উৎপাদনের আকার-আকৃতি নির্ধারণ: উৎপাদন ক্ষেত্রে কি পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে অর্থাৎ পণ্য কিভাবে উৎপাদিত হবে তা নির্ভর করে দাম ব্যবস্থার উপর। এক্ষেত্রে যে দেশে শ্রম বেশি সহজলভ্য সে দেশে বেশি শ্রম আর যে দেশে মুলধন বেশি সহজলভ্য সে দেশে উৎপাদন ক্ষেত্রে বেশি মূলধন ব্যবহার হবে। অর্থাৎ উৎপাদক চাইবে কম ব্যয় সম্পন্ন উপাদান উৎপাদন ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার করতে।

সারসংক্ষেপ:

অদৃশ্য হাত ধারণাটি মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিরাজ করে। কারণ, মুক্তবাজার ব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলী স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের উপর এমনকি দ্রব্যের দামের উপর কোনো বাহ্যিক হস্তক্ষেপ থাকবে না। এখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়া হয়। ব্যক্তি স্বার্থে উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগ সম্পাদিত হয়।

ইউনিট মূল্যায়ন

১। অর্থনীতির সংজ্ঞা দিন। ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির পার্থক্য আলোচনা করুন।

২। উদাহরণসহ ইতিবাচক ও নীতিবাচক অর্থনীতির সংজ্ঞা দিন।

৩। ধনতন্ত্র কী? ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

৪। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলতে কি বুঝায়? সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

৫। উৎপাদনের উপাদানসমূহ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৬। অদৃশ্য হাত কী? বাজার অর্থনীতিতে দাম ব্যবস্থার ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

৭। বাজার অর্থনীতি কাকে বলে? বাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।